উন্নয়নের মহাসড়কে
অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়

২০০০ কিলোমিটার উন্নয়নকৃত মহাসড়কের

শুভ উদ্বোধন

প্রধান অতিথি

শেখ হাসিনা এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬ পৌষ, ১৪২৯ / ২১ ডিসেম্বর, ২০২২

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

২০০০ কিলোমিটার উন্নয়নকৃত মহাসড়ক উদ্বোধন

ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে ১৪ বছর আগে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল সেই স্বপ্ন আজ বাস্তব। এখন লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ। দিন বদলের এই যাত্রা অব্যাহত রয়েছে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও। বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগের অভাবনীয় রূপান্তর আজ সবার চোখের সামনেই দৃশ্যমান। তবে এ রূপান্তর একদিনে হয়নি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের মতই বহু পুরনো এর শিকড়। গঙ্গাঋদ্ধি হতে বাংলাদেশের ইতিহাস এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে গণমানুষের অভিযোজন আর মিথোস্ক্রিয়ার উপাখ্যান। মসলিন আর মসলার দুর্নিবার আকর্ষণে বারবার বহিঃশক্তি এদেশে হামলা করেছে, শাসন করে সম্পদ লুটে নিয়ে গেছে, জনগণের উন্নয়ন হয়নি কিছুই। স্বাধীনতা বঞ্চিত জনগণ নাগরিক সুবিধার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও প্রয়োজনের তুলনায় যোজন যোজন পশ্চাতপদ ছিল। শোষিত, চিরবঞ্চিত জাতির মুক্তির জন্য বাংলার শোষিত জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আবির্ভাব হয় ইতিহাসের মহানায়ক- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। দুঃখী জনগণের দরদী বন্ধু স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত হয় আমাদের স্বাধীনতা।

দীর্ঘ নয় মাস বন্দী জীবন শেষে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা শুরু হয় জাতির পিতা কর্তৃক প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের অগ্রযাত্রায় বঙ্গবন্ধু প্রথমেই দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার দিকে গুরুত্ব দেন। তাঁর নেতৃত্বেই ১৯৭৪ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংস প্রাপ্ত সব সেতু পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল করা সম্ভব হয়। ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক-সেতু মেরামতের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রায় ৪৯০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করেন। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে আমিন বাজার সেতু, নয়ারহাট সেতু এবং তরাসেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একটি আধুনিক সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুদূরপ্রসারী পথ দেখিয়েছিলেন জাতির পিতা। সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বঙ্গবন্ধু যখন 'সোনার বাংলা' গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতা বিরোধীচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে; ফলে বাংলার ভাগ্যাকাশে দেখা দেয় দুর্যোগের কালো মেঘ।

এ অন্ধকার মেঘ ভেদ করে বাংলার মানুষ পায় নতুন আশার আলো, যিনি আমাদেরই আশার বাতিঘর, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা তনয়া, আধুনিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক, উন্নয়নের মানসকন্যা, জননেত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "শেখ হাসিনা"। তাঁর তেজস্বী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রথম বারের মত ভিশন ২০২১, ভিশন ২০৪১ এবং ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০ এর মত দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২০-২০৪১ এর আলোকে ২০২০-২০২৫ মেয়াদে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে, যার মাধ্যমে অনগ্রসর ও দুর্গম অঞ্চলের প্রান্তিক জনসাধারণকে অর্থনীতির মূলধারায় সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে গতিশীল করার নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে সড়ক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন করা ছিল সরকারের প্রধান লক্ষ্য। '৭৫ পরবর্তী সরকার সমূহের আমলে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার

উল্লেখযোগ্য মহাসড়কসমূহ

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক (এন-৪)

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর-১৬০)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক
সিলেট (ওসমানী বিমানবন্দর বাইপাস)-সালুটিকর- কোম্পানীগঞ্জ সড়ক (জেড-২৮০১)

দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা মহাসড়ক (এন-৭)

উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বিভাগওয়ারি ২০০০ কিলোমিটার উন্নয়নকৃত মহাসড়ক

মহাসড়কসমূহের মোট দৈর্ঘ্য
২,০২১.৫৬ কিলোমিটার

মোট ব্যয়
১৪,৯১৪.৯৫ কোটি টাকা

ডিজিটাল বাংলাদেশ দৃশ্যমান, লক্ষ্য এখন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ

উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯৯৬ হতে ২০০১ এবং ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের দূরদর্শী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এক্সপ্রেসওয়ের যুগে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে সর্বাধুনিক সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও টেকসই সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সারা বাংলাদেশে এক্সপ্রেসওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসাণের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আইটিএস ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগেই বাংলাদেশের মহাসড়ক গুলো Smart Highway হিসেবে নির্মিত হবে।

এরই ধারাবাহিকতায় অনগ্রসর জনপদের গণমানুষের জীবন মান উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধহীন সড়ক নেটওয়ার্ক স্থাপনের অভিলক্ষ অর্জনে সমগ্র দেশে আজ একই সাথে ২০০০ কিলোমিটার উন্নয়নকৃত মহাসড়ক উদ্বোধন করা হচ্ছে। এ উন্নয়ন বাংলাদেশের ৮টি বিভাগে ৫০টি জেলায় ১০০টি মহাসড়কে করা হয়েছে, যার সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২,০২১.৫৬ কিলোমিটার। মোট ১৪,৯১৪.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত মহাসড়কসমূহের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৬৫৩.৬৬ কিলোমিটার, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫৮.৯০ কিলোমিটার, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৪২.৪৮ কিলোমিটার, সিলেট বিভাগে ১০৬.১৮ কিলোমিটার, খুলনা বিভাগে ৩৫২.২৬ কিলোমিটার, বরিশাল বিভাগে ১০৭.২৬ কিলোমিটার, রাজশাহী বিভাগে ১৯৬.৮৭ কিলোমিটার এবং ২০৩.৯৫ কিলোমিটার মহাসড়ক রংপুর বিভাগে অবস্থিত।

এই দুই সহস্রাধিক কিলোমিটার মহাসড়কের মধ্যে অন্যতম জয়দেবপুর হতে টাঙ্গাইল পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ ধীরগতির যানবাহনের পৃথক লেনসহ নির্মিত মহাসড়ক। মহাসড়কটি নির্মিত হয়েছে South Asia Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC) ফোরামের সাথে সংশ্লিষ্ট সড়কসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে। দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশ বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও মায়ানমার নিয়ে গঠিত SASEC ফোরামের উদ্দেশ্য উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ দৃঢ়করণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গাজীপুরের ভোগড়া থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত জাতীয় মহাসড়কটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা থেকে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় গমনাগমন সহজ ও আরামদায়ক হবে এবং এর ফলে ঢাকার সাথে উত্তরাঞ্চলের পাশাপাশি প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে, ফলে উক্ত মহাসড়কটি জিডিপি'র প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের দক্ষ প্রকৌশলীদের জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী শক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগে দেশব্যাপী উন্নয়নকৃত দুই সহস্রাধিক কিলোমিটার মহাসড়ক বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য। এর ফলে উপ-আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ হয়ে উঠবে আরও শক্তিশালী। যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ দ্রুত, সহজতর ও নিরাপদ হয়ে উঠবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে দুর্গম এলাকার জনগণের দ্বারপ্রান্তে, বিকশিত হবে দেশের অর্থনীতি। নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বৃদ্ধি পাবে কৃষিজ উৎপাদন ও বিপণন এবং নিশ্চিত হবে খাদ্য নিরাপত্তা। সামগ্রিকভাবে দ্রুত ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের ফলে উন্মোচিত হবে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।

	জেলা	দৈর্ঘ্য কি.মি.	ব্যয় কোটি টাকায়
ঢাকা বিভাগ	গাজীপুর	১২০.৬৮	২৬৩১.৫১
	ঢাকা	৭১.৯৪	২৫৯.৩১
	নরসিংদী	২২.৬০	৭২.০৫
	মানিকগঞ্জ	৫৬.৪১	৪০০.৪১
	মুন্সীগঞ্জ	৬৭.০৫	৫৭৯.৯৩
	রাজবাড়ী	৫৬.৫৯	৩৪৫.৭৮
	শরীয়তপুর	১১.০০	২৭.২৬
	ফরিদপুর	১৫.৯৮	৪৭.৯৩
	গোপালগঞ্জ	০৬.১০	২৩.৩৩
	মাদারীপুর	১২.৭৮	৬৩.৭৪
	কিশোরগঞ্জ	১৫.৫০	৫৫.৭৬
	টাঙ্গাইল	১৯৭.০৩	৪৪৪২.৭২
	মোট	৬৫৩.৬৬	৮৯৪৯.৭৩
ময়মনসিংহ বিভাগ	জামালপুর	২২.৬৩	১১৯.৮৭
	ময়মনসিংহ	১১১.৩৫	৭১৩.৪৩
	নেত্রকোণা	০৮.৫০	২৭.৩৩
	মোট	১৪২.৪৮	৮৬০.৬৩
চট্টগ্রাম বিভাগ	চট্টগ্রাম	১০৩.২১	৭৩৭.২৪
	কক্সবাজার	১৯.০০	৫৫.২৩
	নোয়াখালী	৬৪.৬৪	২২৪.১৬
	কুমিল্লা	৭২.০৫	২২০.৬৫
	মোট	২৫৮.৯০	১২৩৭.২৮
সিলেট বিভাগ	সিলেট	৩০.৪০	৫৬১.০০
	মৌলভীবাজার	১৭.০০	৩৭.৪৪
	হবিগঞ্জ	১২.৭৮	৩০.৮০
	সুনামগঞ্জ	৪৬.০০	৯১.৪৩
	মোট	১০৬.১৮	৭২০.৬৭

	জেলা	দৈর্ঘ্য কি.মি.	ব্যয় কোটি টাকায়
খুলনা বিভাগ	যশোর	৫৫.০৩	৩৬২.৫২
	মাগুরা	৩৪.৬৯	১৬৭.৯০
	খুলনা	২৯.০০	১৪২.২৭
	সাতক্ষীরা	২৪.৮০	১২১.৬৬
	বাগেরহাট	৮৫.৮০	৩৬৯.৩১
	কুষ্টিয়া	৩৩.৪৯	১৬৪.২৯
	ঝিনাইদহ	৬৩.৪৬	১২৩.৬৬
	নড়াইল	২৬.০০	১১৭.৩৭
	মোট	৩৫২.২৬	১৫৬৮.৯৮
রংপুর বিভাগ	দিনাজপুর	৬৭.৩০	১৬৭.৪৪
	পঞ্চগড়	২৭.৪৮	৩১.৭০
	গাইবান্ধা	৫১.৫০	১৪৭.৮০
	কুড়িগ্রাম	০৫.১৪	৪৯.৫৭
	নীলফামারী	০৭.৭৪	২৩.৬০
	ঠাকুরগাঁও	১৮.৩৯	৩৪.০১
	রংপুর	১৪.৪০	২৫.৫৪
	লালমনিরহাট	১২.০০	২৯.১৪
	মোট	২০৩.৯৫	৫০৮.৮০
রাজশাহী বিভাগ	নাটোর	০৫.৪৫	৮৩.০০
	রাজশাহী	২১.০০	৫১.৮৬
	সিরাজগঞ্জ	৩৩.৬৬	৮৮.৬৭
	নওগাঁ	৩৭.০০	২৫৬.০০
	বগুড়া	৬৪.২৮	১৫৬.৮০
	জয়পুরহাট	৩৫.৪৮	৫০.২৮
	মোট	১৯৬.৮৭	৬৮৬.৬১
বরিশাল বিভাগ	বরিশাল	১৬.১০	৪০.৯৮
	বরগুনা	২০.৫১	১০৪.৯৩
	পিরোজপুর	২০.৭৮	৬৭.৮৫
	ভোলা	১১.৫৬	২৯.৪৯
	ঝালকাঠি	৩৮.৩১	১৩৯.০০
	মোট	১০৭.২৬	৩৮২.২৫

উল্লেখযোগ্য মহাসড়কসমূহ

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক (এন-৪)

হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাঙ্গা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর-১৬০)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক
সিলেট (ওসমানী বিমানবন্দর বাইপাস)-সালুটিকর- কোম্পানীগঞ্জ সড়ক (জেড-২৮০১)

দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা মহাসড়ক (এন-৭)

উল্লেখযোগ্য মহাসড়কসমূহ

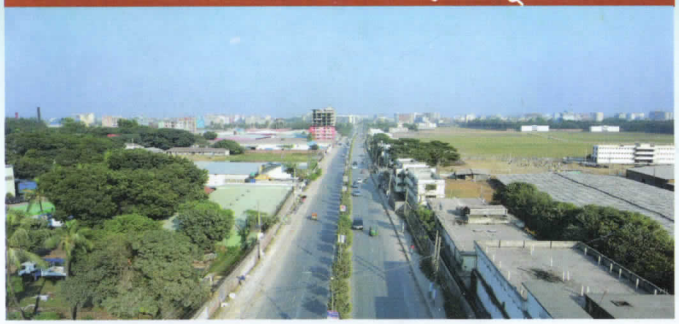

ঢাকা ইজতেমা মহাসড়ক (আর-৩০৩)

বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-৮৭০)

বীরগঞ্জ-কাহারোল জেলা মহাসড়ক (জেড-৫০০৭)

ভালুকা-গফরগাঁও-হোসেনপুর মহাসড়ক (জেড-৩০৩১)